IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

শের শাহ আবাদী, নুরিস্তানী বা আরবদেশীয়? শেরশাবাদিয়া সম্পর্কে নবতত্ত্বের সমালোচনা

ড. মহ. আবদুল অহাব
এসোসিয়েট প্রফেসর,
ইংরেজি বিভাগ, সামসী কলেজ, মালদহ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Dr. Md. Abdul Wahab
Associate Professor of English
Samsi College (Under the University of Gour Banga)
Malda, West Bengal, India-732101

Abstract: This article is a critique of a new theory about the origin of the Shershabadia community, a prominent ethnic group living in the adjoining districts of West Bengal, Bihar and Jharkhand. This theory presumes that the Shershabadias may have originary link to the Arab Quraishi people via Nuristanis of Afghanistan. The author attempts to challenge this theory on the basis of historical documents. It also presents the arguments from the soci-linguistic perspectives as the theory is concerned with the influence of Arabic language on the Shershabadia language. Besides, the paper criticises also the newly invented spelling of "Sher Shah Abadi" with different words, because it is a distortion of the officially recognised identity of "Shershabadia" as a word of toponymic origin.

Index Terms: ***Shershabadia, Sher Shah Abadi, Nuristani, Quraishi, Sarsabad, Shershabadi.***

শেরশাবাদিয়াদের আদি বাসভূমি সরসাবাদ জাওয়ার (Division), মহাল (Subdivision) তথা পরগণার নাম পার্শী হরফে এই ভাবে অখণ্ড শব্দে লেখা ছিলো: "سرساباد" যাকে ইংরেজীতে ঐতিহাসিকগণ অখণ্ড বানানে Sarsabad বা Sarasabad বা Sersabad লিখেছেন। কালক্রমে শব্দটির রূপ ও অর্থ পরিবর্তিত হয়ে শেরশাবাদ বা শেরশাহাবাদ হয়েছে। সুতরাং স্থাননামে 'ঈ' বা 'ইয়া' প্রত্যয়যোগে এই পরগণার ভাষা ও জনগণকে শেরশাবাদী/শেরশাবাদিয়া বা শেরশাহাবাদী/শেরশাহাবাদিয়া বলা যায়। বলা বাহুল্য, "শেরশা/শেরশাহ" নাম চিহ্নিত "আবাদ" (জনপদ) কে শেরশাবাদ/শেরশাহাবাদ বলা হয়। শব্দটি সন্ধিবদ্ধ শব্দ: শেরশা + আবাদ = শেরশাবাদ [আ+আ = আ] এবং শেরশাহ + আবাদ = শেরশাহাবাদ [অ + আ = আ]। সুতরাং জনপদসূচক এই সন্ধিবদ্ধ তথা সমাসবদ্ধ অখণ্ড শব্দ শেরশাবাদ বা শেরশাহাবাদকে খণ্ডিত করে "শের শাহ আবাদ" লেখা যেমন অযৌক্তিক, ঠিক তেমনই "ঈ/ইয়া" প্রত্যয় যোগে এই ভুল স্থাননাম থেকে জনজাতির একটি খণ্ডিত নাম আবিষ্কার করে "শের শাহ আবাদী" লেখাও বিভ্রান্তিকর। অথচ এমনই একটি নামে শেরশাবাদিয়া জনগোষ্ঠিকে চিহ্নিত করা হয়েছে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি আরবী বিষয়ের পিএচডি থিসিসে যার শিরোনাম: *Influence of Arabic on the Bengali Dialect of Sher Shah Abadi Dialect* (2011-2015)।[১] গবেষক মহ. আক্রামুল হক।

এই থিসিস সম্বন্ধিত তাঁর দুটি নিবন্ধেও শেরশাবাদিয়া আইডেন্টিটির এই নাম বিকৃতির প্রকাশ ঘটেছে। নিবন্ধ দুটি হলো:

১. "Sher Shah Abadi Community: A Study from Historical Perspective."[২]

২. "Arabic influence on Sher Shah Abadi Dialect."[৩]

প্রথম নিবন্ধটি হলো উক্ত থিসিসের ২য় চ্যাপ্টারের সারাংশ যার শিরোনাম "Origin and History of Sher Shah Abadi Community" (পৃ. ১৩-৯১)। এটি থিসিসের বিষয়বস্তুর প্রেক্ষাপট হিসেবে লিখিত। দ্বিতীয় নিবন্ধটি হচ্ছে থিসিসের ৩য় চ্যাপ্টারের সারাংশ যার শিরোনাম হলো "Influence of Arabic on Shershah Abadi Dialect" (পৃ. ১০৪-১৬৫)। থিসিসের বিষয়বস্তু অনুযায়ী শেরশাবাদিয়া ভাষার শব্দভাণ্ডারে আরবী শব্দের উপস্থিতি নিয়ে আক্রামুল হকের গবেষণাটি নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোকপাত। কিন্তু, শেরশাবাদ পরগণা ও শেরশাবাদিয়া জনজাতির নাম নিয়ে বেশ কয়েকটি ভ্রান্তি এবং বিভ্রান্তি ঘটেছে এই লেখাগুলির মধ্যে। সেগুলোর আলোচনা করা হল নিচে।

১. শেরশাবাদ বনাম শেরশাহবাদ:

আমরা উপরের আলোচনায় ইতিপূর্বে দেখিয়েছি যে পরগণার নাম 'আবাদ' যুক্ত সরসাবাদ তথা শেরশাবাদ বা শেরশাহাবাদ, কিন্তু 'বাদ' যুক্ত শেরশাহবাদ কোনোভাবেই ইতিহাস-সম্মত নয়। আক্রামুল হকের থিসিসের উদ্‌ধৃতি তার প্রমাণ:

> According to our collected data the British surveyors like M.O. Carter, G.E. Lambourn, W.W. Hunter, a particular Muslim group of people who had been living at Shershabad pargana of present Malda and Murshidabad region were called Shershabadis or Shershahbadiyas. (১ম চ্যাপ্টার, পৃষ্ঠা ৩)

এই উক্তিতে ল্যাম্বর্ণের বানান অনুযায়ী পরগণার নাম সঠিকভাবেই 'শেরশাবাদ' (Shershabad)[৪] বলা হয়েছে। আবার ল্যাম্বরণের বানান অনুযায়ী জনজাতির নাম সঠিকভাবেই 'শেরশাবাদী' (Shershabadi)[৫] লেখা হয়েছে। কিন্তু কার্টারের বানান-যুক্ত শেরসাবাদিয়া (Shersabadiya)[৬] শব্দের বিকৃত করে 'শেরশাহবাদিয়া' (Shershahbadiya) করা হয়েছে থিসিসে যা হয়তো মুদ্রণ-দোষে হয়েছে। আবার, জে. জে. পেম্বার্টনের *Geographical and Statistical Report of the District of Maldah*, (Calcutta, 1854) গ্রন্থে উল্লেখিত ম্যাপ-অনুযায়ী পরগণার নাম শীরশাহাবাদ (Sheershahabad)[৭] এবং ডব্লু. ডব্লু. হান্টারের *এ স্ট্যাটিস্টিক্যাল একাউন্ট অব বেঙ্গল* (৭ম ভলিউম)-এ উল্লেখিত বানান অনুযায়ী পরগণার নাম শেরশাহাবাদ (Shershahabad)[৮] সঠিকভাবেই উল্লেখ করেছেন গবেষক:

> It [Kankjole] was connected with Shershabad Pargana. It is found that- "Eastern Portion (of Kankjole): This portion is situated on the Sheershahabad Map." It is also found that- "The eastern portion (of Kankjol) is contained within Shershahabad Pargana." (৩য় চ্যাপ্টার, পৃষ্ঠা ১০৭)।

কিন্তু, উক্ত গবেষকের এই সব তথ্যের ভাণ্ডার থাকা সত্বেও এবং থিসিসের মধ্যে পরগণার নাম সঠিকভাবে প্রায় ২১ বার 'শেরশাবাদ' (Shershabad) লিখলেও ভুলবশত্ব বা মুদ্রণদোষের কারণে প্রায় ২০ বার 'শেরশাহবাদ' (Shershahbad) লিখা রয়েছে। একই ধরণের গণ্ডগোল ১ম নিবন্ধটির মধ্যেও ঘটেছে।

২. শেরশাবাদী বনাম শের শাহ আবাদী:

দু-একটি বেঠিক কথা জোর করে ঢুকিয়ে 'শের শাহ আবাদী' শব্দটাকে সঠিক বলার চেষ্টা হয়েছে উক্ত থিসিসে। থিসিস হতে নীচে কয়েকটি উদ্‌ধৃতি বিচার করা যাক:

> It is to be noted that the term 'Sher Shah Abadi' had few distorted forms. According to G. E. Lambourn the term was that - ".....especially amongst the Mahomedans known as Shershabadis." According to M.O. Carter the term was that - "The Shersabadiyas, among the Muhammadan agriculturists, the most remarkable people are those known as the Shersabadiyas, or more generally as the Badiyas." According to P. C. Roy the term was - "This class of people were named after Shershah and known as Shershahabadia." (২য় চ্যাপ্টার, পৃষ্ঠা ১৫)।

এখানে ল্যাম্বর্ণ বর্ণিত 'শেরশাবাদী' এবং কার্টার বর্ণিত 'শেরশাবাদিয়া'কে 'distorted forms' বা বিকৃত রূপ বলেছেন গবেষক। অথচ গবেষক নিজেই পূর্ণিয়া গেজেটে (১৯৬৩) বর্ণিত নাম Shershabadia[৯] ('শেরশাবাদিয়া')-কে বিকৃত করে 'শেরশাহাবাদিয়া' (Shershahabadia) লিখেছেন । সুতরাং অন্যের কথাকে বিকৃতভাবে পরিবেশন করে গবেষক খোদ দাবী করছেন যে অন্যদের লিখিত নামগুলোই বিকৃত। এ কথা অসত্য যে ব্রিটিশগণ 'শের শাহ আবাদী' নামটি ব্যাবহার করেছেন 'অফিসিয়্যাললি' ও 'আনঅফিসিয়্যাললি': During colonial period, the name Sher Shah Abadi was applied by the British, both officially and unofficially. (২য় চ্যাপ্টার, পৃষ্ঠা ২১)।

এমন কোনো ব্রিটীশ ডকুমেন্ট দেখাতে পারেন নি গবেষক যা দিয়ে প্রমাণিত হয় যে ব্রিটিশগণ 'শের শাহ আবাদী' নামটি ব্যাবহার করেছেন 'অফিসিয়্যাললি' ও 'আনঅফিসিয়্যাললি'। বরং, কার্টারের নাম দিয়ে কীভাবে "শের শাহ আবাদী" শব্দটা চালানোর চেষ্টা করা হয়েছে এই গবেষণাপত্রে, তা লক্ষণীয়: As M. O. Carter maintains that - "The name (Sher Shah Abadi) is derived from Shershabad pargana…." (২য় চ্যাপ্টার, পৃষ্ঠা ১৪)। কার্টার "শের শাহ আবাদী" কথাটি আদৌ লিখেন নি, বরং তিনি শেরসাবাদিয়া (Shersabadiya) শব্দটি সর্বত্র ব্যবহার করেছেন।

উক্ত থিসিসে প্রায় ৮ বার সঠিক বানানে ল্যাম্বরণ-উল্লেখিত শেরশাবাদী (Shershabadi) শব্দটি লিখিত রয়েছে জনজাতির নামের বিভিন্ন প্রসঙ্গে। সে যাহোক, পরগণার নাম অখণ্ডভাবে শেরশাবাদ তথা শেরশাহাবাদ হতে সৃষ্ট জনজাতির নাম অখণ্ড শব্দে শেরশাবাদী বা শেরশাহাবাদী না লিখে আক্রামুল হক কেন বিচ্ছিন্নভাবে লিখিত 'শের শাহ আবাদী' শব্দটি প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস করলেন, তার কোনো সঠিক যুক্তি-প্রমাণ-ব্যাখা দেন নি তাঁর থিসিস বা নিবন্ধগুলির মধ্যে। এই সব ব্যাপারে পাঠকের সতর্ক থাকা জরুরী।

৩. শেরশাবাদিয়াগণের উৎস কি আরব দেশ? কাল্পনিক তত্ত্বের সমালোচনা:

শেরশাবাদ পরগণার নাম থেকেই যে শেরশাবাদিয়া শব্দটি এসেছে সেটি মহ. আক্রামুল হক স্বীকার করেছেন তাঁর পিএচ.ডি. থিসিস *Influence of Arabic on the Bengali Dialect of Sher Shah Abadi Community* (২০১৫)-এর মধ্যে যার উল্লেখ এর আগে করেছি। কিন্তু শেরশাবাদিয়া জনজাতির উৎস ও উদ্ভব নিয়ে নতুন থিয়োরি পেশ করেছেন তিনি যার সমালোচনা এখানে ভীষণ জরুরী ।

শেরশাবাদিয়া ভাষায় কিছু আরবী শব্দের ব্যবহার থাকার কারণে শেরশাবাদিয়া জনগোষ্ঠীর উৎপত্তি আরবদেশে হয়েছে এই ধরণের এক অদ্ভুৎ কাল্পনিক তত্ত্ব খাড়া করেছেন মহ. আক্রামুল হক তাঁর পি.এচ.ডি. থিসিসের মধ্যে: "The profuse use of Arabic words in their language is indicative of their Arab origin" (পৃষ্ঠা ৮)

সমালোচনা:

কোনো ভাষায় কিছু বিদেশী শব্দে উপস্থিত থাকালেই কি ধরে নেওয়া যায় যে সেই ভাষার মানুষগণ বিদেশ থেকে এসেছে? শেরশাবাদিয়া ভাষার চেয়ে বেশি হিন্দী/উর্দুতে আরবী শব্দ প্রবেশ করেছে। এটা থেকে কি এমন কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে উর্দু-হিন্দী-ভাষী জনগণের উৎস আরব দেশে রয়েছে? ঠিক একই ধরণের যুক্তিতে বলা যায় যে শেরশাবাদিয়া, বাংলা বা উর্দু/হিন্দীতে প্রচুর ফারসী শব্দ রয়েছে; তাহলে কি এই সব ভাষার মানুষগণ কি পারস্য (ইরান) থেকে এসেছে? ইদানিং ইংরেজী শব্দের আমদানি হয়েছে এই সব ভাষায়; তাহলে কি এমন কিছু বলা উচিৎ হবে যে এই সব ভাষার মানুষগণ ইংল্যাণ্ড থেকে এসেছে?

বাংলা তথা সমগ্র ভারত প্রায় আটশো বছর তুর্কী-আফগান-মুঘল শাসনকালে অফিসিয়্যাল ভাষা ফারসী থাকায় ভারতীয় তথা গৌড়বাংলার ভাষা সমূহে ফারসী ভাষার শব্দ ঢুকেছে। আর ফারসী ভাষার উপাদান হিসাবে আরবী শব্দও ঢুকেছে প্রচুর। তাছাড়া ইসলামের মৌলিক উৎস কুরআন ও হাদীস আরবী হওয়ার কারণে পৃথিবীর সব দেশের সব ভাষার মুসলমানদের মাতৃভাষায় আরবী শরিয়তী শব্দগুলো ঢুকেছে। তাই বলে এই সব আরবী শব্দের উপাদান কোনো অনারবীয় ভাষায় পাওয়া গেলে এমন কোনো সিদ্ধান্ত টানা পাগলামি ছাড়া কিছু নয় যে সেই মাতৃভাষার মানুষগণ আরব থেকে জাত। আফ্রিকার বেশ কয়টি দেশের ভাষা কালক্রমে আরবী হয়ে গেছে; আরবী ভাষী ঐসব কৃষ্ণাঙ্গ মানুষগুলো পুরোপুরি আরবী ভাষায় কথা বলে। এখান থেকে কি এটা সিদ্ধান্ত টানা যায় যে, শেরশাবাদিয়া ভাষার মানুষদের থেকে ঐ কৃষ্ণাঙ্গ আরবীভাষীদের দাবী বেশি যুক্তিযুক্ত যে তাদের উৎস আরব দেশ?

৪. শেরশাবাদিয়াগণ কি নুরিস্তানী? এক কাল্পনিক তত্ত্বের সমালোচনা

দ্বিতীয় যে তত্ত্বটি মহ. আক্রামুল হক তাঁর পূর্বোক্ত থিসিসে খাড়া করেছেন সেটি হলো যে শেরশাবাদিয়াগণের পূর্বপুরষগণ নাকি নুরিস্তানী যারা আবার মনে করে যে তাদের পূর্বপুরুষগণ মক্কার কুরায়েশ বংশোদ্ভুত। নুরিস্তানীরা আরো মনে করে যে ওদের পূর্বপুরুষগণ নাকি মহম্মদ (স)-এর ভয়ে মক্কা বিজয়ের সময় ইরাকে পালিয়ে এসেছিল এবং তার পরে আফগানিস্তানের নুরিস্তানে বসবাস শুরু করে। পরে তারা মুসলমান তথা আহলে হাদীস হয়ে যায়। নুরিস্তানীদের এই লোকবিশ্বাস সম্পর্কিতা গল্পটি মহ. আক্রামুল হক যেখান থেকে নিয়েছেন সেটি হলো মহ. আসাদুল্লাহ আল-গালিবের রচিত *আহলে হাদীস আন্দোলন: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ: দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিৎ সহ*।[১০]

সমালোচনা:

আহলে হাদীস আন্দোলন: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ: দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিৎ সহ – এই একটি মাত্র বই-এর উপর ভর করে আগে পিছে না ভেবে শুধু মাত্র একটা মিলকে [অর্থাৎ নুরিস্তানীগন ও শেরশাবাদিয়াগণ উভয়ে আহলে হাদীস] খুঁজে নিয়ে নুরিস্তানীদের বংশধর হিসেবে শেরবাদিয়াদের দেখানোর চেস্টা করেছেন আক্রামুল (পৃষ্ঠা ২০-২১) । এই তত্ত্বের মধ্যে যে সব ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তি প্রকট হয়ে উঠেছে সেগুলো হলো:

১. নুরিস্তানীদের সঙ্গে শেরশাবাদিয়াদের সম্বন্ধ বিষয়টি না আসাদুল্লাহ আলগালিব তাঁর আহলে হাদীস আন্দোলন গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন না অন্য
কারো কোনো গ্রন্থে বিষয়টি উল্লেখিত আছে। অন্য কোনো গ্রন্থের রিফারেন্স আক্রামুল দেন নি। সুতরাং বিষয়টি আক্রামুলের মস্তিষ্ক-প্রসুত।

২. আফগানিস্তানের ইতিহাস গ্রন্থগুলো পড়া থাকলে আক্রামুল হক হরগিজ নুরিস্তানীদের সঙ্গে শেরশাবাদিয়াদের সম্বন্ধ বানানোর কথা ভাবতেন
না। আসল কথা হলো, ১৮৯৫ সালের আগে নুরিস্তানীগণ না মুসলমান ছিলেন, না আহলে হাদীস ছিলেন। এর আগে এদের রাজ্যটির নাম
ছিল কাফিরিস্তান এবং এরা কাফির (অমুসলিম) নামে পরিচিত ছিল। এরা ধর্মীয়ভাবে এনিমিস্ট তথা বহুইশ্বরবাদী প্যাগান ছিল:

> These Kafirs, as the opprobrious name applied to them proves, were pagans. The beliefs were mingled with animism, but they recognized various gods, the chief of whom was Imra, the Creator. The Kafirs were forcibly converted to Islam by Amir Abdur Rahman, who renamed the country Nuristan or "Abode of Light." (Sir Percy Sykes P. 10)[১১]

আধুনিক আফগান জাতি তথা বর্তমান আফগানিস্তানের জনক আমির আব্দুর রহমান এদের বশে আনেন এবং ইসলামে দাখিল করান। রবীন্দ্রনাথের কাবুলিওয়ালা গল্পে সমকালীন আফগানিস্তানের শাসক আমীর আবদু রহমানের কথা উল্লেখিত আছে। সে যা হোক, এদের মধ্যে লুটেরা ও ডাকাত ছিল সেটাও জানা যায় (প্রাগুক্ত পৃষ্টা ২৮১)।[১২] কেন আমির আবদুর রহমান শক্ত হাতে কাফিরিস্তানের কাফিরদের শক্ত হাতে দমন করেছিলেন তার একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় এই ঘটনায় যে তৃতীয় ঈঙ্গ-আফগান যুদ্ধে এই কাফিরগণ ইংরেজদের হয়ে লড়েছিল এবং আফগান গ্রামে লুণ্ঠন কার্য চালিয়েছিল (Geirge Macmunn, Pp. 275-76)।[১৩]

এরা অসংখ্য দেবদেবীসহ পূর্বপুরুষদের এবং আগুণের পূজো করে; এরা পৌত্তলিক; এদের প্রধান দেবতা সৃষ্টিকর্তা ইমরা এবং যুদ্ধের দেবতা গিশ; নানা উৎসবে নাচগানে মেতে ওঠে এরা; নারীদের কোনো স্থান এদের সমাজে নেই; নারীদের ভারবাহী পশুর মতোন এবং সন্তানপ্রসবকারী রূপে ভাবে এরা (W. K. Fraser-Tytler, P. 59)।[১৪] কাফিরগণ ১৮৯০এর দশকে ইসলাম গ্রহণ করার আগে মদ উৎপাদন করতো। বর্তমানে এরা অর্থাৎ নুরিস্তানীদের কেউ কেউ আজও মদ তৈরি করে (Louis Dupree, P. 236)।[১৫]

সে যা হোক, শেরশাবাদিয়াগণ ১৮৯৫ সালের বহু আগে থেকেই মুসলিম ছিল এবং বহু আগেই এদের মধ্যে বেশিরভাগ আহলে হাদীস হয়ে গেছিলো সেটা আমরা দেখেছি ডব্লু. ডব্লু. হান্টারের বর্ণনায়।[১৬] যেহেতু শেরশাবাদিয়াগণের অধিকাংশই নুরিস্তানীদের চেয়ে অন্ততঃ ত্রিশ বছর আগে থেকে আহলে হাদীস তথা বহু যুগ বা শতাব্দী আগে থেকেই মুসলিম, সুতরাং কোনোভাবেই ইসলামের ধর্ম ও আহলে হাদীস মসলকের দৃষ্টিকোণ থেকে শেরশাবাদিয়াদের পূর্বজ হিসেবে নুরিস্তানীদের প্রতিষ্ঠিত করা যায় না।

৩. নুরিস্তানীদের ভাষার সম্বন্ধে আক্রামুল হকের কোনো ধারণা নেই সেটা তিনি নিজেই স্বীকার করে নিয়ে বলেন:

> Although it is not possible for us to undertake field work to know about the language of Nuristani people, because it is in foreign country but we have gathered secondary source of data about socio-cultural conditions of that particular area. (পৃষ্ঠা ১৯)।

সুতরাং তিনি নিজেও জানেন না যে নুরিস্তানী ভাষায় কতটুকু আরবী উপাদান রয়েছে এবং তাদের ভাষার সঙ্গে আরবী বা শেরশাবাদিয়া ভাষার আদৌ কোনো সম্বন্ধ রয়েছে কিনা। সুতরাং আক্রামুলের তত্ত্বটা আপনা-আপনি ভিত্তিহীন হয়ে যাচ্ছে। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকার ওয়েব-সাইট থেকে আমরা জানতে পারি, নুরিস্তানীদের ভাষা আরবী নয়, বরং ইন্দো-ইরানীয় গোষ্ঠীর একটি ভাষা:

> Nuristani languages, group of six languages and several dialects that form a subset of the Indo-Aryan subdivision of the Indo-Iranian group of Indo-European languages. Nuristani languages are spoken by more than 100,000 people, predominantly in Afghanistan. (Encyclopaedia Britannica)[১৭]

এখান থেকেও প্রমাণিত হলো যে, আরবী শব্দোপাদানের নিরিখে শেরশাবাদিয়াগণের সঙ্গে নুরিস্তানীদের বংশগত ও ভাষাগত কোনো সম্বন্ধ নেই। তাছাড়া ভাষাগতভাবে উভয় গোষ্ঠী অনারবীয় -- অর্থাৎ আরবের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কের গল্পটা ঐতিহাসিকভাবে নির্মিত হচ্ছে না।

৪. নুরিস্তানীদের পূর্বপুরুষগণ আরবের কুরায়শগণ ছিল -- এই লোকবিশ্বাসটি তৈরী হয়েছে ১৮৯৫ সালের পরে। কাফির থাকা অবস্থায় তাদের
নিজেদের উৎস সম্পর্কে অন্য ধারণা ছিল:

> According to their own traditions they are the descendants of a once powerful people who came from the west. But the legends of their origin are too vague and too intermingled with fantasy to warrant serious consideration. Stories connect them, with Alexander, and there is a tale of a meeting between the Greeks of Alexander's army and a fair-skinned people who lived at a place called Nysa somewhere between the Kunar and the Indus. But these tales have no reliable basis. (W. K. Fraser-Tytler, Page 57)[১৮]

এখানে দেখা যাচ্ছে কাফিরগণ (নুরিস্তানীগণ) নিজেদেরকে পাশ্চাত্য থেকে আসা এক শক্তিশালী জাতির বংশধর ভাবে; গ্রীক সম্রাট আলেকজান্ডার এবং গ্রীক সৈন্যদেরদের সঙ্গে এই গল্পের সম্পর্ক স্থাপন করে তারা; কিন্তু এই গল্পগুলো তারা অতিকল্পনার ভিত্তিতে এমন ভাবে তৈরি করেছে যে এগুলোর কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি পাওয়া যাচ্ছে না (Kraser-Tytler পৃষ্ঠা ৫৭)।[১৯]

লুইস দুপ্রী আফগানিস্তানের প্রাচীন ইতিহাস প্রসঙ্গে এই নুরিস্তানী কাফিরদের প্রসঙ্গে বলেন:

> The Kafirs (Edelberg, 1965) living near Nysa (not Swat as suggested by Tarn, 1962, 89) in Kunar (Koh-i-Mor, traditionally founded by Dionysius) sent 300 cavalry to fight with Alexander against Poros (the Paurava Rajah of the Punjab) whom Alexander defeated with great skill at the battle at the Jhelum in 326 B.C. (Fuller, 1958). (Louis Dupree, P. 283)[২০]

তার মানে হলো, ৩২৬ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে ঝিলাম নদীর তীরে আলেকজান্ডার আর পুরুর মধ্যেকার যুদ্ধে কাফিরিস্তানের (বর্তমানে নুরিস্তানের) এই কাফিরগণের ৩০০ যোদ্ধা আলেকজান্ডারে পক্ষে লড়াই করেছিল; আমরা জানি, এই যুদ্ধে পুরু পরাজিত হোন এবং পৌরব রাজ্যটি গ্রীকদের করদ রাজ্যে পরিণত হয় (লুইস দুপ্রী পৃষ্ঠা ২৮৩)।

এখান থেকে জানা গেল যে মুহাম্মাদ (সা.)-এর মক্কাবিজয়ের প্রায় ৯৫৮ বছর পূর্বে এরা আফগানিস্তানেই ছিল। তার মানে এদের সঙ্গে কুরাইশদের কোনো সম্পর্ক নেই এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর ভয়ে মক্কা ছেড়ে ইরাক হয়ে এদের আফগানিস্তানে আসার গল্পটা চূরান্তভাবে মিথ্যা। নুরিস্তানীদের বনোয়াটী গল্প-বিশ্বাসের উপর ভর করে তাদের গল্পকে আহলে হাদীস আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করা এক মারাত্মক ভ্রমের। যে আহলে হাদীস সহীহ হাদীসকে মান্যতা দেয়, সেই আহলে হাদীস কেমন করে জয়ীফ-জাল লোকবিশ্বাসকে গুরুত্ব দিয়ে এক মিথ্যা মিথ রচনা করেন -- তা ভাবতে অবাক লাগে। রাসুলের ভয়ে মক্কা ছেড়ে কুরাইশগণ আফগানিস্তানে পালিয়ে এসেছিল এবং ১৩০০ বছর পর মুসলমান হলো -- আরব ইতিহাসে এই রকম কথা পাওয়া দূরূহ এবং মহ. আক্রামুল হকও এই রকমের কোনো ইতিহাসের হাওলা দেন নি।

৫. আক্রামুল হক তাঁর থিসিসে শেরশাবাদিয়া ও নুরিস্তানী/ কাফিরিস্তানী দের বড় করতে কীভাবে এদের অতিরঞ্জিত প্রশংসা করেছেন এবং
পাঠান, তুর্কী ও ইরানী/পার্শী ও আরো জাতিগুলোকে কীভাবে ছোটো করেছেন -- তা লক্ষনীয়:

> "আরবের সঙ্গে শেরশাবাদিয়াদের রক্ত-জিনের সম্বন্ধ" (genetic infiltration) থাকার ফলে সহীহ সূত্রে পাওয়া ইসলামী নীতিকে গ্রহণ করার এক এতিহ্যময় মানসিকতা রয়েছে শেরশাবাদিয়াদের মধ্যে যা অন্যান্য আফগানী, ইরানী, তুর্কী ইত্যাদি মূল বা উৎস থেকে উদ্‌ভুত জনজাতিগুলোর মধ্যে নেই; অন্যান্য জনজাতিগুলোর লোকেরা তাদের পূর্বপুরুষদের মাযহাবী শির্ক ও বিদাত যুক্ত আমল বয়ে নিয়ে চলেছে যেহেতু তাদের সঠিক ইসলামী নীতিকে গ্রহণ করার মানসিকতা নেয়; অন্য দিকে সঠিক ইসালামী মৌলিক নীতিকে গ্রহণ করে নিজেদের সংশোধন করার মানসিকতা রয়েছে শেরশাবাদিয়াদের মধ্যে যা নুরিস্তানীদের মধ্যে পাওয়া যায়" (পৃষ্ঠা ৫৩)।
>
> "শেরশাবাদিয়ারা পাঠান নয়, তারা আরবী কুরাইশজাত নুরিস্তানীদের বংশধর যারা সম্ভবতঃ গৌড় আক্রমণ করেছিল এবং সম্ভবতঃ শেরশাবাদ পরগণায় বসতি গড়ে; তবে এই ঘটনার সত্যায়নে আরো গবেষণার দরকার" (পৃষ্টা ২১)।

সমালোচনা:

দ্বীন (ইমান ও ইসলাম) কি কখনো জেনেটিক হয়? দ্বীন কি জেনেটীকভাবে আসে? তা হলে আদম (আ.)-এর ছেলে কাবিল কীভাবে ভ্রাতৃহত্যার পাপ করলো? কীভাবে নুহ (আ.) -এর ছেলে কাফের হয়ে যায়? মুহাম্মাদ বিন আবদুল অহাব (১৭০৩-১৭৯২)-এর সংস্কার-আন্দোলন হওয়ার আগে কি কাবা শরীফে চার মাযহাবের চারটি আলাদা আলাদা আজান ও জামাত হতো না?; এবং কবরপূজা, চাদর চড়ানো ইত্যাদি কি চালু হয়ে যায়নি আরবে? নুরিস্তানীরা যদি জেনেটিক ভাবে দ্বীন-প্রবণ হয়, তাহলে রাসুলের সময় থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় ১৩০০ বছর পর্যন্ত তারা কাফির অবস্থায় কী করে থাকলো? এমনকি আহলে হাদীস আন্দোলনের আগে যে শেরশাবাদিয়াগণ শির্ক ও বিদাতে লিপ্ত ছিল সেটি খোদ আক্রামুল স্বীকার করেছেন:

> From the above description, it is easily presumed that before the middle of the 19th century the Sher Shah Abadis were indulged in many superstitions, Shrik and Bidat. Actually after the subdual of Wahabi Movement in 1871 the Sher Shah Abadis gave their identity as Ahle Hadeeth i.e. prophetic tradition. (Pages 49-50)

বলা বাহুল্য, শেরশাবাদিয়াদের এখনো বহু গ্রাম তথা পাড়া রয়েছে যারা আহলে হাদীস মাসলাকের নয়, তারা এখনোহানাফী, এমনকি বেরেলভী মাসলাকের অনুসারী। সুতরাং শেরশাবাদিয়া ও নুরিস্তানীদের উদাহরণ দিয়ে তুর্কী, ইরানী, পাঠান ইত্যাদি জাতিকে ছোটো করা সমীচিন নয়। মাযহাবের উর্দ্ধে উঠে কুরআন ও সহীহ-সূত্রে পাওয়া সুন্নাহ/হাদীসকে শিরোধার্য করার মানসিকতা কমবেশি মুসলিম সব জাতির একটা অংশের মধ্যে রয়েছে। মালয়শিয়া, ইন্দেনেশিয়া, পাকিস্তান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইত্যাদি দেশে তো শেরশাবাদিয়া জনজাতি নেই -- তাহলে কি সহীহ হাদীস মানার মানসিকতা সম্পন্ন কোনো জামাত কি সেই সব জাতিগুলোর মধ্যে নেই? সুতরাং, শেরশাবাদিয়া ভাষায় আরবি শব্দের ব্যবহারের উপর গবেষণা করতে গিয়ে মুসলিম উম্মাহ সম্পর্কে অপ্রয়োজনীয় এবং ভুল ধারণার অবতারণা করার কী দরকার ছিল? জোর করে শেরশাবাদিয়াদের সঙ্গে মক্কার কুরায়শ বংশের সম্বন্ধ তৈরির কাল্পনিক প্রয়াসের দরকারও ছিলনা।

আক্রামুল তাঁর এই দুর্বল কাল্পনিক তত্ত্বকে খাড়া করার জন্য যে সব সন্দেহ-সৃষ্টিকারী শব্দ ব্যাবহার করেছেন, সেগুলো হলো 'supposed' (যদি ধরে নওয়া যায়), 'presumed' (এটা ভেবে নেওয়া বা অনুমান করা যেতে পারে), 'may/might be' (সম্ভাবনা এই যে) ইত্যাদি। এই সব কথা তাঁর বক্তব্যের ঐতিহাসিক তথ্যোপাদানের অনুপস্থিতিকেই প্রকট করছে এবং সেই জন্য তাঁর বক্তব্যের সত্যতা বিচার করতে আরো পড়াশোনার (study) দরকার বলে তিনি মনে করেন: "Further study needs to authenticate the fact" (পৃষ্ঠা ২১)।

আসলে, 'শেরশাবাদিয়া' নামে 'শেরশা' শব্দ থাকাই মনের মধ্যে শেরশাহের কল্পনা আসা স্বাভাবিক এবং সেখান থেকেই নিজের আইডেন্টিটিকে শেরশাহ কিম্বা তার সৈন্যদের সঙ্গে একটা সম্বন্ধ স্থাপনের সুখ-কল্পনা থেকে জন্ম হয় এই ধরণের লোক-চর্চা, লোক-চর্চা থেকে লোকশ্রুতি। নিজেদের সাধারণ কৃষক-শ্রেণীর নিম্নস্তরীয় (সেখ স্তরীয়) মর্যাদা থেকে একটু উপরে উচ্চস্তরীয় পাঠান মর্যাদায় নিজেদের কল্পনা করার প্রবৃত্তি জেগে উঠে অবচেতন মনে। লোকচর্চা থেকে লোকশ্রুতি, লোক-শ্রুতি থেকে মিথ-মিথ্যা লোকবিশ্বাসের জন্ম হয়। নুরিস্তানী কাফিরগণ যারা এক সময় সম্রাট আলেকজান্ডারের গ্রীক সৈন্যদের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করতো, তারাই আবার মুসলিম হওয়ার পর নিজেদেরকে মুহাম্মাদের বংশের সঙ্গে যুক্ত করার লোকশ্রুতি তৈরি করে -- এটা উপরের গল্প থেকে জানতে পেরেছি। বিশেষ জনজাতির কোনো লেখকের মধ্যে এই আবেগ ও দুর্বলতা ঢুকে পরলে লোকশ্রুতিকেও সরাসরি ইতিহাস বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু আক্রামুল হক অন্ততঃ থিয়োরি আকারেই রেখেছেন তাঁর বক্তব্যকে, এই শব্দগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে: 'supposed' (যদি ধরে নওয়া যায়), 'presumed' (এটা ভেবে নেওয়া বা অনুমান করা যেতে পারে), 'may/might be' (সম্ভাবনা এই যে) ইত্যাদি।

৬. কেনো আক্রামুল বহুবচনে British surveyers লিখলেন এবং "almost confirmed" (প্রায় নিশ্চিৎ) শব্দ ব্যবহার করে সেই রিফারেন্সে

একটা অসত্য তুলে ধরলেন, এটা তিনিই ভালো জানেন:

> "The British surveyors almost confirmed that the forefathers of Sher Shah Abadis came to Bengal from Afghanistan" [ব্রিটিশ সার্ভেকারীগণ প্রায় নিশ্চিৎ করেছেন যে শেরশাবাদিয়াগণের পূর্বপুরুষগণ আফগানিস্তান থেকে বেঙ্গলে এসেছিলেন] (পৃষ্ঠা ১৯)।

সমালোচনা:

কোনো ব্রিটিশ বলেন নি যে শেরশাবাদিয়ারা আফগানিস্তান থেকে এসেছেন। বরং শেরশাবাদিয়াদের উদ্ভব সম্পর্কিত থিয়োরি পেশ করতে গিয়ে একমাত্র ব্রিটিশ সেটেলমেন্ট অফিসার এম. ও. কার্টারই লিখেছেন, "... it seems more likely that they are descendants of the army of Sher Shah, one of the Afghan kings" ["এটা বেশি প্রতীয়মান হয় যে শেরশাবাদিয়াগণ শেরশাহের সৈন্যদের বংশধর"] (পৃষ্ঠা ৪৫)।[২১]

এখানে আফগানিস্তান থেকে শেরশাবাদিয়াদের গল্পটা একদমই নাই। এমনকি শেরশাহও আফগানিস্তান থেকে আসেন নি। শেরশাহ (১৪৮৬-১৫৪৫) জন্মসূত্রে একজন ভারতীয় তথা বসবাসকারী হিসাবে বিহারী। সুতরাং তিনি বিদেশী নন বা জাতীয়তার বিচারে আফগান নন, যদিও তিনি পাস্তুন বা পাঠান পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর ঠাকুরদা ইব্রাহিম খান আফগানিস্তান থেকে এসে অধুনা হরিয়ানা রাজ্যের নারনৌলের জায়গীরদার বা জমিদার হয়েছিলেন। আর এম. ও. কার্টার এটাও বলেন নি যে শেরশাহ আফগানিস্তান থেকে সৈন্য নিয়ে এসেছিলেন। তাঁর সৈন্যদের অনেকেই হিন্দু ছিলেন, এমনকি তাঁর প্রধান সেনাপতি ছিলেন হিন্দু যাঁর নাম ব্রহ্মজিত গৌর।[২২]

তথ্যসুত্র:

১. *Influence of Arabic on the Bengali Dialect of Sher Shah Abadi Dialect (2011-2015)*. PhD thesis. Arabic Department, Assam University. Silchar: 2015.

২. Md. Akramul Hoque. "Sher Shah Abadi Community: A Study from Historical Perspective." *International Journal of Humanities & Social Science Studies* (*IJHSSS*), Vol.-II, Issue-I, July 2015, Karimganj, Assam. Pp. 278-28.

৩. "Arabic influence on Sher Shah Abadi Dialect." *International Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Studies* (*IJIMS*), 2015, Vol. 2, No. 8, Pp. 33-38. http://www.ijims.com.

৪. G. E. Lambourn. *Bengal District Gazetters: Malda*. Calcutta: 1819. P. 27.

৫. G. E. Lambourn. *Ibid.* 27.

৬. M. O. Carter. *Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District of Malda: 1928-1935*. Calcutta: 1938. P. 45.

৭. J. J. Pemberton. *Geographical and Statistical Report of the District of Maldah.* Calcutta: 1854. P. 2, 15, 19 etc.

৮. W. W. Hunter. *A Statical Account of Bengal* (Vol. VII). London: 1876. P. 142.

৯. P. C. Roy Chaudhury. *Bihar District Gazetteers: Purnea*. Patna: 1963. P. 151.

১০. মহ. আসাদুল্লাহ আল-গালিব, *আহলে হাদীস আন্দোলন: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ: দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিৎ সহ* (২য় সংস্করণ), হাদীস ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ, পৃষ্ঠা ২৮৭, ৪৯৯ [mentioned in Md. Akramul Hooque's thesis Pp. 8, 19] ।

১১. Sir Percy Sykes. *A History of Afghanistan* (Vol. I). London: 1940. P. 10.

১২. Sir Percy Sykes. *Ibid*. P. 281.

১৩. Geirge Macmunn. *Afghanistan from Darius to Amanullah*. London: 1929, Pp. 275-76.

১৪. W. K. Fraser-Tytler. *Afghanistan: A Study of Political Developments in Central and Southern Asia* (2nd Edition). London: I953. P. 59.

১৫. Louis Dupree. *Afghanistan*. Princeton: 1980, P. 236.

১৬. W. W. Hunter. *A Statical Account of Bengal* (Vol. VII). London: 1876. P. 47.

১৭. "Nuristani Languages." https://www.britannica.com/topic/Nuristani-languages. Accessed 23 Mar. 2021.

১৮. W. K. Fraser-Tytler. *Afghanistan: A Study of Political Developments in Central and Southern Asia* (Second Edition). London: I953. P. 57.

১৯. W. K. Fraser-Tytler. *Ibid.* P. 57.

২০. Louis Dupree. *Ibid*. P. 283.

২১. M. O. Carter. *Ibid*. P. 45.

২২. Muzaffar Alam and Sanjay Subrahmanyam. *The Mughal Slate 1526-1750*. Delhi: Oxford, 1998. P. 110.